বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(৫টি মন্ত্রণালয়ের ১১টি প্রতিষ্ঠান)
অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮	অডিটের সুপারিশ	৭
৯	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩১
১০	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২০/৮/১৪১৫ বঃ
৪/১২/২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫(পাঁচ) টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১১ (এগার) টি প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৮ হতে ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ৩০/০৯/২০০৮ ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
১.	সরকারি ক্রয়নীতি লংঘন করে মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ	১৫,৪৪,৮৫,৩৯১/-
২.	অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি	১৯,৭৫,২৫২/-
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
৩.	সংশ্লিষ্ট মন্□ণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে গুরুতর অনিয়মের মাধ্যমে ১২টি নতুন গাড়ী ক্রয়	১,৮০,৮৬,০০০/-
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	
৪.	পাট ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৩৬,২৩,৯৩৯/-
৫.	খুলনাস্থ টিডি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক পরিরহন ঠিকাদারের নামে ভূয়া অগ্রিম বিল দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ	১২,০০,০০০/-
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
৬.	দোকানের ভাড়া ১৫% বৃদ্ধি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের শর্ত বাস্তবায়ন না করায় ক্ষতি	৪৭,৬৫,৮২৪/-
৭.	সরকারি নির্দেশনাযায়ী ক্রেতার নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৪,৬৮,৮১৯/-
৮.	কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ফেলে রাখায় রাজস্ব ক্ষতি	১,৫৯,৬৮৪/-
৯.	উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগকৃত পরিবেশকদের কমিশন বিল হতে অগ্রিম আয়কর কর্তন না করায় ক্ষতি	১,০২,৯৭৭/-
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	
১০.	বিধি বহির্ভূতভাবে মূল বেতনের ২০% হারে দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি	১,৮৪,৮৪৩/-
	মোট	১৮,৫০,৫২,৭২৯/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসরঃ

- **১৯৯৮ হতে ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসর।**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ

- এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, ঢাকা।
- এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, বগুড়া।
- তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোং লিঃ, ঢাকা।
- গুল আহমেদ জুট মিলস্ লিঃ, চট্টগ্রাম।
- আমিন জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।
- রাজশাহী জুট মিলস্, রাজশাহী।
- মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, চট্টগ্রাম।
- মালটিপল জুস কনসেনট্রেট প্লান্ট, চট্টগ্রাম।
- মিমি চকলেট লিঃ, ঢাকা।
- গ্যামন বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট

নিরীক্ষার সময় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
১	এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, ঢাকা	১০/১১/২০০৪-২৯/১১/২০০৫
২	এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, বগুড়া	১২/১১/২০০৫-২৮/১১/২০০৫
৩	তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোং লিঃ, ঢাকা	৩১/০৮/২০০৩-৩১/০১/২০০৪
৪	গুল আহমেদ জুট মিলস্ লিঃ, চট্টগ্রাম	০৩/০৮/২০০৫-২৮/০৮/২০০৫
৫	আমিন জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম	০১/০৮/২০০৫-২৫/০৯/২০০৫
৬	রাজশাহী জুট মিলস্, রাজশাহী	১৩/১০/২০০৫-১০/১১/২০০৫
৭	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা	১৪/০৮/২০০৬-২৯/১০/২০০৬
৮	ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, চট্টগ্রাম	২৬/০৫/২০০৩-১১/০৬/২০০৩
৯	মালটিপল জুস কনসেনট্রেট প্লান্ট, চট্টগ্রাম	২৭/১০/২০০৫-১২/১১/২০০৫
১০	মিমি চকলেট লিঃ, ঢাকা	২৩/০৪/২০০৬-১২/০৬/২০০৬
১১	গ্যামন বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা	১২/১১/২০০৩-০৯/১২/২০০৩

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- জনাব মিয়াজী মোঃ সাইফুলাহ সোবহান, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব মোঃ সাইফুর রহমান উপ-পরিচালক, সেক্টর-৩, ঢাকা।
- জনাব মোঃ সফিউল আলম, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৩, ঢাকা।
- জনাব মোঃ শামছুল হক মিজি, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান, ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান ও সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১।

শিরোনাম ঃ সরকারি ক্রয়নীতি লংঘন করে ১৫,৪৪,৮৫,৩৯১ টাকা মূল্যের মালামাল ক্রয়।

বিবরণ ঃ

- এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, ঢাকা এর ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের স্থানীয় ক্রয় রেজিষ্টার, কার্যাদেশ প্রদানের নথি ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে পত্রিকায় টেন্ডার আহবান না করে ৬,১৩,২৭,৯৭৪/- টাকার প্যাকিং ম্যাটারিয়েলস্ এবং ৯,১৩,৫৭,৪১৭/- টাকার ঔষধ তৈরীর কাঁচামাল ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।
- অথচ সরকারি ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা-২০০৩ এর ধারা ২০(১) অনুযায়ী দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরপত্র আহবান পূর্বক প্রতিযোগিতামূলক বাজার দরে ক্রয়/সংগ্রহ কাজ সম্পাদন করার বিধান রয়েছে।
- এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা-২০০৩ এর ২০(১) লংঘনের মাধ্যমে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোম্পানী কর্তৃপক্ষ পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজস্ব পার্চেজ ম্যানুয়াল অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে। কোম্পানী পরিচালনায় সরকারি বিধিমালা প্রযোজ্য নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইডিসিএল এর নিজস্ব কোন পার্চেজ ম্যানুয়াল নাই। তাছাড়া এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই সরকারি নীতিমালার আলোকে খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলক দরে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা বিধি সম্মত।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ৩০/০৭/২০০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ১৯,৭৫,২৫২/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- এসেনশিয়াল ড্রাগস কোং লিঃ, বগুড়া এর ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ আর্থিক সালের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)।
- কিন্তু সরকার প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশে উৎসাহ বোনাস এর কোন অস্তিত্ব নেই।
- উক্ত উৎসাহ বোনাস প্রদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- প্রাপ্যতা বহির্ভূত উৎসাহ বোনাস প্রদান করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (দ্বিতীয় প্রতিবেদনঃ পরিশিষ্ট "ঘ" ৬ষ্ঠ অধ্যায়) ৩১/০৫/১৯৯২ তারিখে গৃহীত শুনানীর অনুচ্ছেদ-৩ এর সিদ্ধান্ত হ'ল " কমিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, কোম্প্রানী এ্যাক্ট, পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের বিভিন্ন অধ্যাদেশ/এ্যাক্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিপিসি এর অধীনস্থ সাব সিডিয়ারি কোম্প্রানীগুলোতে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে সরকার প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালক মন্ডলী কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারে না। "সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে সম্যক প্রযোজ্য।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ২০/১২/২০০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, সমুদয় অর্থ আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ৩।

শিরোনাম ঃ **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে গুরুতর অনিয়মের মাধ্যমে ১,৮০,৮৬,০০০/- টাকা ১২টি নতুন গাড়ী ক্রয়।**

বিবরণ ঃ

- তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানী লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-বিজ্বাখস/(প্রাসউ-২)/১২-৪/গাড়ী/৯৪/৩১২, তারিখঃ ০৭-০৫-২০০২ এবং ৩১৭ তারিখঃ ১১-০৫-২০০২ এর মাধ্যমে নতুন গাড়ী ক্রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও সংস্থা কর্তৃক পরিশিষ্ট "গ" এ বর্ণিত গাড়ীগুলো ক্রয় করা হয়েছে।

- উক্ত গাড়ী ক্রয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/(পরি) প-১২/৯৬ (অংশ-২)-৫৫৪(৬০) তারিখঃ ২৩-১১-৯৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহযোগিতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এর কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিনিধির সমম্বয়ে দরপত্র কমিটি গঠন করা হয়নি।

- মন্ত্রণালয়ের অসম্মতি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- Condemnation Committee এর মাধ্যমে অচল ঘোষিত বিভিন্ন যানবাহন নিলামে বিক্রির বিপরীতে প্রতিস্থাপন হিসাবে কোম্প্রনীর সকল মহা ব্যবস্থাপক সমম্বয়ে গঠিত দরপত্র কমিটি কর্তৃক উক্ত গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। কোম্পানীর **TO&E** এর আওতায় প্রতিস্থাপন ভিত্তিতে ক্রয় করা গাড়ীর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনকে বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচনা না করে বোর্ড সভার অনুমোদনকেই চূড়ান্ত অনুমোদন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোম্প্রনীর নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিস্থাপন ভিত্তিতে গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র কমিটিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা আছে বলে ধারনা করা যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৫-২০০২ এবং ১১-০৫-২০০২ তারিখের পত্রে নতুন গাড়ী ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করা যাচ্ছে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন নেই এ কথা বলা হয়নি। তাছাড়া সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র কমিটিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশানুযায়ী সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর , বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহযোগিতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি রাখা বাধ্যতামূলক।

- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০৮-০১-২০০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভুতভাবে গাড়ী ক্রয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রবনতারোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ৪।

শিরোনাম ঃ পাট ব্যবসায়ী/সরবাহকারীদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩৬,২৩,৯৩৯/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- গুল আহমেদ জুট মিলস্ লিঃ কুমিরা, চট্টগ্রাম এবং আমিন জুট মিলস্ লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর ২০০৪-২০০৫ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন লাইসেন্সধারী পাট ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পাট ক্রয় কেন্দ্রে পাট সরবরাহকারীদেরকে পরিশোধিত বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ঘ " তে দেখানো হলো)।

- পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর লিখিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-৮/(১৫০)/ কর-১/ ৯৩/৫১১, তারিখঃ ১৭-০৪-৯৫ এর মাধ্যমে পাট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের পাটকল কর্পোরেশন এর স্মারক নং-বিজেএমসি/ প্রহি/৬৯.৯৮, তারিখঃ ২৯-০৫-৯৫ এর মাধ্যমে পাট ব্যবসায়ী/ সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

- এক্ষেত্রে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত জবাবে সংস্থা কর্তৃক জানানো হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৫-০১-৮৯ তারিখের স্মারকের ২(ক) অনুচ্ছেদের শেষাংশে অকুস্থল ক্রয় এর মাধ্যমে কিংবা নগদ মূল্য প্রদান পূর্বক কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত কেহ মালামাল ক্রয় করলে এরূপ ক্রয়/বিক্রয়ের বেলায় অগ্রিম আয়কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হবে না মর্মে উল্লেখ থাকায় এক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৭-০৪-৯৫ তারিখের এবং বিজেএমসি'র ২৯-০৫-৯৫ তারিখের স্মারক অনুযায়ী পাট ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীর নিকট থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১৪-০৩-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫।

শিরোনাম ঃ **খুলনাস্থ টিডি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক পরিবহণ ঠিকাদারের নামে ভূয়া অগ্রিম বিল দেখিয়ে ১২,০০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।**

বিবরণ ঃ

- রাজশাহী জুট মিলস্, রাজশাহী এর ২০০৪-২০০৫ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খুলনা টিডি অফিসের সহকারী রপ্তানী কর্মকর্তা জনাব মোর্শেদ আলম ও উচ্চমান সহকারী জনাব এ এইচ এম মাহেবুল্লাহ চৌধুরী কর্তৃক পরিবহণ ঠিকাদারের নামে একই বিলে বার বার অগ্রিম দেখিয়ে এবং পরবর্তীতে পরিবহণ ঠিকাদারের বিলের সাথে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ দেখিয়ে বর্ণিত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)।
- ভূয়া বিল এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধের মাধ্যমে পরস্পর যোগসাজসে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আত্মসাৎকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিগণের নামে অগ্রিম (ডেবিট) দেখিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে মর্মে সংস্থার তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত জবাবে সংস্থা জানিয়েছে যে, ক্ষতির জন্য দুই জনকে সমভাবে দায়ী করে জনাব মোর্শেদ আলম এর নিকট থেকে ১৭,০০০/- টাকা আদায়ের পর তিনি মৃত্যু বরণ করায় বাকী টাকা তার মৃত্যু দাবী, পিএফ এবং গ্রাচ্যুইটি বাবদ পাওনা থেকে আদায় করা হবে। জনাব মাহেবুল্লাহ চৌধুরী এর নিকট থেকে আগষ্ট/২০০৭ পর্যন্ত ১,০৬,৫০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। বাকী টাকা আদায় অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক আপত্তি নিস্পত্তির অনুরোধ করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমূদয় অর্থ আদায়/সমন্বয় করে পুনঃ জবাব প্রেরণ করার জন্য সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সমূদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সরকারি অর্থ আত্মসাৎ প্রমানিত হওয়ার পর উহা আদায় করাই যথেষ্ট নয়। নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন মর্মে অডিট মনে করে।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ২৪-০৮-২০০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আত্মসাৎকৃত অর্থ অতিসত্ত্বর আদায় এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ৬।

শিরোনাম ঃ দোকানের ভাড়া ১৫% ভাগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের শর্ত বাস্তবায়ন না করায় ৪৭,৬৫,৮২৪/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, রাজধানী সুপার মার্কেটের দোকানের ভাড়া চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ১৫% ভাড়া বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা হয়নি।

- অথচ দোকান মালিক সমিতির সাথে ১০-০৭-৯৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ৯ নং শর্তে বর্ণিত আছে যে, চুক্তির তারিখ হতে ৫ বছর পর ১৫% ভাড়া বৃদ্ধি করে চুক্তিপত্র নবায়ন করতে হবে। কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন না করায় বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ২৬-০৪-২০০৬ তারিখে সচিবের সাথে আলোচনায় সহসাই চুক্তি নবায়ন করবে মর্মে মন্ত্রণালয়ের ২০-০২-২০০৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ট্রাস্টের জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানান হয় যে, দোকান মালিক সমিতি ১৫৭৬ জন দোকানদারের স্বার্থের কথা বিবেচনাপূর্বক পুনরায় ৯ (নয়) বছরের চুক্তি নবায়নের জন্য অনুরোধ জানায়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কিংবা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সদস্যগণের পরিবর্তে অন্য কোন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হলে সে সভায় চুক্তির বিষয় নিস্পত্তি হবে, ফলে তখন ১৫% বর্ধিত ভাড়া আদায় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ১৫% ভাড়া বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করে টাকা আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংস্থার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তিপত্রের ৯ নং শর্তানুযায়ী ১০/০৫/৯৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির ৫ (পাঁচ) বছর পর অর্থাৎ ১০/০৭/২০০০ তারিখে ১৫% ভাড়া বৃদ্ধি করে চুক্তি নবায়ন করার কথা। কাজেই শর্তানুযায়ী ভাড়া বৃদ্ধি না করে উক্ত চুক্তি লংঘন করা হয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৫/১১/২০০৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদ ঃ ৭।

শিরোনাম ঃ সরকারি নির্দেশানুযায়ী ক্রেতার নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৪,৬৮,৮১৯/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মালামাল সরবরাহকালে ক্রেতার নিকট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্দেশিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে উক্ত রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)।

- অথচ মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক মালামাল ক্রয়কারীর নিকট হতে ১৫% ভ্যাট আদায়ের নির্দেশ রয়েছে।

- এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত নিরীক্ষিত অফিসের জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন এবং বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে আমদানিকারকগণ আমদানি করায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তুমুল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্য বাজারজাত করতে হয়। জবাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করে অনাদায়ী ভ্যাট আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অব্যাহতি পত্র ব্যতিরেকে ভ্যাট আদায় না করার কোন অবকাশ নেই।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২-০১-২০০৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট ক্রেতা/দায়ী ব্যক্তিগনের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮।

শিরোনাম ঃ **কর্তনকৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ফেলে রাখায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৫৯,৬৮৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ

- মালটিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর ২০০২-২০০৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন সরবরাহকারীর বিল থেকে আয়কর বাবদ কর্তন করে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে সাধারণ খতিয়ানে পূর্ববর্তী বছরের ১,৫৭,০৫০/- টাকা, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৪৮৬/-, টাকা এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২১৪৮/- টাকা সর্বমোট (১,৫৭,০৫০+৪৮৬+২১৪৮) = ১,৫৯,৬৮৪/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে সম্মিলিত হিসেবে হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে।
- অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ হলো কর্তনকৃত আয়কর ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা এবং ট্রেজারী রুলের বিধান হলো সরকারি অর্থ আদায়ের সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা করা।
- এক্ষেত্রে উক্ত বিধি বিধান লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৬-২০০৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মূলধনের অভাব এবং উৎপাদিত পণ্যের বাংলাদেশে চাহিদা না থাকায় অদ্যাবধি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি লোকসানি অবস্থায় রয়েছে বিধায় প্রতিষ্ঠানের ফান্ডের স্বল্পতার কারণে আয়কর বাবদ আদায়কৃত টাকা যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। জবাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করে কর্তনকৃত আয়কর অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় হতে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।
- তাছাড়া ১০-০৪-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায়ও সরকারি টাকা কোষগারে জমা দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০৯-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কর্তনকৃত আয়কর অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯।

শিরোনাম ঃ **উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগকৃত পরিবেশকদের কমিশন বিল পরিশোধ কালে অগ্রিম আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,০২,৯৭৭/- টাকা।**

বিবরণ ঃ

- মিমি চকলেট লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৩-২০০৫ অর্থ বছরের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি, পরিবেশকদের নথি, কমিশন বিল পরিশোধ সংক্রান্ত পার্টি লেজার, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি, ক্যাশ বহি ও ক্যাশ ভাউচার এবং জার্নাল ও সমন্বয় বিল নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়/বাজারজাত করণে নিয়োজিত পরিবেশকগণকে মাসিক কমিশন বিল পরিশোধকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন করা হয়নি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)।

- অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-আর-৪/রে-৩/১৯৯৯-২০০০/৩ তারিখ-২৫-১১-৯৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন, বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের ইউনিটসমূহ অথবা কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত পণ্য বিতরণ অথবা বাজারজাত করণের জন্য কোন পরিবেশক বা অনুরূপ ব্যক্তিকে কমিশন বা ফিস প্রদান করলে উক্ত কমিশন বা ফিস পরিশোধকালে উহার উপর শতকতা ৫% হারে অগ্রিম কর কর্তন/সংগ্রহ করতে হবে।

- এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি বিধি বিধান পরিপালনে অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০৯-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে মূলবেতনের ২০% হারে দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানের ১,৮৪,৮৪৩ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- গ্যামন বাংলাদেশ লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ১৯৯৮-২০০৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে মূলবেতনের ২০% হারে দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেখানো হলো)।

- অথচ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৭/০৬/১৯৮২ তারিখের স্মারক নং-**MF/R-II/AP-5/82-175** অনুযায়ী দায়িত্বভাতা মূলবেতনের ২০% ভাগ হলেও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত আছে। এই সর্বোচ্চ সীমা ০১/০৭/৯২ হতে ৩০/০৬/৯৯ পর্যন্ত ২৫০ টাকা এবং ০১/০৭/৯৯ হতে ৩০/০৬/২০০৬ পর্যন্ত ৩২৫ টাকা। কিন্তু গ্যামন বাংলাদেশ লিঃ এর প্রশাসক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকারী পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত মূলবেতনের ২০% হারে মাসে ২৪০০ হতে ২৭৬০ টাকা পর্যন্ত দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোম্পানী আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব ভাতা মূলবেতনের ২০% অথবা সর্বোচ্চ মাসিক ২৫০/৩২৫ টাকা এর মধ্যে যেটি কম সেটিই প্রাপ্য।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০৯-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যাক্তিদের নিকট হতে জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৩২১৪৬৬।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৬৩কম/এ-৭০০বই, ২০০৮।